JUN 23 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ..৩.. কলাম ... ...

ঢাবির নতুন ৮ বিভাগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মধ্যে রশি টানাটানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত আটটি বিভাগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ; বিভাগগুলোয় বর্তমান অর্থবছরে কিংবা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত মঞ্জুরি কমিশন থেকে কোন অনুদান পাওয়া যায়নি ; ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খাত থেকেই বিভাগগুলোর পেছনে প্রতি বছর ৭৫ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। নতুন প্রতিষ্ঠিত বিভাগগুলো সম্পর্কে মঞ্জুরি কমিশন বলছে, বিভাগগুলো প্রতিষ্ঠার আগে তাদের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন অনুমতি নেয়নি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, যথাযথ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই বিভাগগুলো খোলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান এ বিভাগগুলো সচল থাকার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। জানা গেছে বর্তমান সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীও বিভাগগুলোর যুগোপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

বিভাগগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা যায়, বিগত সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যুগোপযোগী বৈচিত্র্যধর্মী প্রায় ৩০টি নতুন বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেয়। বিভাগগুলোর মধ্যে ১৯৯৭ সালে একুয়া কালচার অ্যান্ড ফিশারিজ বিভাগ, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ১৯৯৯ সালে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেক বিভাগ,

অনিশ্চিত : পৃষ্ঠা : ৭ কলাম : ৬

অনিশ্চিত : ঢাবি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বধর্মতত্ত্ব বিভাগ, ২০০০ সালে উইমেন স্টাডিজ বিভাগ ও ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এ বিভাগগুলো বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটে অনুমোদিত। প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খাত থেকে এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্পের অর্থায়নের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়। ১৯৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে বার্ষিক বাজেটে বিভাগগুলোয় অনুদান প্রদানের সুপারিশ করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষ থেকে লিখিত জবাবে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য যে কোন উদ্যোগ নেয়ার আগে কমিশনের অনুমতি নেয়ার নিয়ম রয়েছে। অনুমতি না নেয়ার ফলে অর্থ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ চিঠির জবাবে কমিশনকে জানিয়ে দেয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। এভাবে প্রায় ৩ বছর মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চিঠি চালাচালি হয়। কয়েক মাস আগে মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি আও সমাধানের জন্য কয়েকবার বৈঠকে মিলিত হলেও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন কোন বিভাগ খুলতে পারছে না এবং মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকেও নতুন বিভাগগুলোর জন্য অনুদানও পাচ্ছে না। সর্বশেষ গত বছরের ১৯ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোঃ সেলিম মঞ্জুরি কমিশনকে এক চিঠিতে বলেন, নতুন বিভাগগুলো খোলা এবং রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আগেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভুলবশত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতে অনুরূপ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরে বিশ্বধর্মতত্ত্ব বিভাগে তিন লাখ ৪২ হাজার, লিবারেশন ওয়্যার অ্যান্ড স্টাডিজ বিভাগে এক লাখ, পপুলেশন সায়েন্স বিভাগে ছয় লাখ ৩৪ হাজার, শান্তি ও সংঘর্ষ স্টাডিজ বিভাগে পাঁচ লাখ এক হাজার, উইমেন স্টাডিজ বিভাগে আট লাখ সাত হাজার, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে ১৮ হাজার, একুয়া কালচার অ্যান্ড ফিশারিজ বিভাগে নয় লাখ ৪২ হাজার ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে নয় লা ৭১ হাজার এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারি অ্যান্ড বায়োটেক বিভাগে ৭৪ হাজার টাব বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বিভাগগুলো বরাদ্দের পুরোটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ খাত থেকে ব্যয় করতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যা অধ্যাপক এটিএম জহিরুল হক বলেন, বিভাগগুলো নিয়ে সমস্যা আগে ছিল। ওই অবস্থায়ই আছে। বিভাগ খোলার ব্যাপারে কমিশনের অনুমতি না নিলে সমস্যা তো হবেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন, নতুন আটটি বিভাগের জন্য মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দ নেই। সাবেক প্রশাসন কমিশনের অনুমতি ছাড়াই বিভাগগুলো খুলেছে। সৃষ্ট জটিলতা সমাধানের ব্যাপারে আমরা কমিশনকে বলেছি। শিগগিরই সমস্যা সমাধান হবে।